Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের একাল ও সেকাল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা বেগম

রোলঃ 23090121487

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের একাল ও সেকাল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা বেগম

রোলঃ 23090121487

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবতের একাল ও সেকাল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাজেরা বেগম, আইডিঃ 23090121487 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবতের একাল ও সেকাল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Hazera Begum

(স্বাক্ষর)

হাজেরা বেগম

আইডিঃ 23090121487

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

📖 প্রথম অধ্যায়:ভূমিকা 5

গীবত কী এবং কেন এ বিষয়ে লেখা প্রয়োজন— 5

সমাজে গীবতের ব্যাপকতা 5

ইসলাম গীবতকে কেনো নিষিদ্ধ করেছে 6

📖 দ্বিতীয় অধ্যায়:গীবতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 8

১.গীবতের সংজ্ঞা (Definition of Ghibah) 8

২.গীবতের প্রকৃতি ও মূল ধারণা 8

৩.গীবতের বিভিন্ন প্রকারভেদ 9

(৪) গীবত ও অপবাদ(বুহতান)- এর পার্থক্য 11

৫. কখন গীবত বৈধ হতে পারে 11

৬.গীবতের আড়ালে আত্মপ্রবঞ্চনা 12

৭. উপসংহার 12

📖 তৃতীয় অধ্যায় : কুরআনে গীবতের নিষেধ 13

১.কুরআনের দৃষ্টিতে গীবতের ভয়াবহতা 13

২.আয়াতের তাফসির ও ব্যাখ্যা 13

৩. অন্যান্য কুরআনের আয়াতে গীবতের ইঙ্গিত 15

৪.কুরআনের আয়াতে গীবতের পরিণতি 16

৫. উপসংহার 16

📖 চতুর্থ অধ্যায়: হাদিসের আলোকে গীবতের পরিণতি 18

১.ভূমিকা 18

২.রাসূল ﷺ এর গীবত সম্পর্কিত সতর্কবানী 18

৩.সাহাবিদের গীবত বিরোধী মনোভাব 19

৪.গীবতের কারনে সমাজ ও হৃদয়ের পতন 20

৫.গীবতের আখিরাতের পরিণতি 21
৬. গীবত এড়িয়ে চলার উপায় (হাদিস থেকে শিক্ষা) 22
৭.উপসংহার 22
পঞ্চম অধ্যায়:গীবতের ইহকালীন প্রভাব 23
১.ভূমিকা 24
২.গীবতের মানসিক ও আত্মিক প্রভাব 24
৩.সামাজিক প্রভাব 25
৪. ব্যক্তিগত জীবনে গীবতের ফল 26
৫. গীবত সমাজে অন্যায়ের সংস্কৃতি তৈরি করে 27
৬. গীবতের অর্থনৈতিক প্রভাব 28
৭.গীবতকারীর জীবনে আল্লাহর প্রতিশোধ(দুনিয়াতে) 28
৮.উপসংহার 28
ষষ্ঠ অধ্যায়:গীবতের পরকালীন শাস্তি 30
১.ভূমিকা 30
২. গীবতকারীর প্রথম বিচার:কিয়ামতের দিন মুখ বন্ধ হয়ে যাবে 30
৩. গীবতকারীর আমল ধ্বংস হয়ে যাবে 30
৪.গীবতকারীর চেহারা বিকৃত হবে 31
৫.গীবতভুক্ত ব্যক্তির অধিকার আদায় 31
৬.গীবতের শাস্তি কবরে 32
৭.গীবতকারীর আমল বাতিল হয়ে যায় 32
৮.গীবতকারীর জন্য জাহান্নামের বিশেষ শাস্তি 33
৯.গীবতকারীর জন্য আখিরাতে লজ্জা 33
১০. আল্লাহর বিচার এবং ক্ষমার আশার দোরগোড়া 33
১১. গীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ও আমল 34

১২. উপসংহার 34
সপ্তম অধ্যায়: গীবত থেকে তওবা ও পরিত্রানের পথ 35
১. ভূমিকা 35
২. তওবার তিনটি শর্ত(গীবতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) 35
৩. গীবতের তাওবা কিভাবে করতে হবে 36
৪.গীবতের ক্ষতিপূরণের দোয়া 38
৫. গীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার সাতটি উপায় 38
৬.গীবতের তওবা কবুলের নিদর্শন 39
৭.আল্লাহর রহমতের দরজা 40
৮. উপসংহার 40
অষ্টম অধ্যায়: গীবতমুক্ত সমাজ গঠনের উপায়(ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজে গীবত দমন ও পুনর্জাগরণ) 41
১. ভূমিকা 41
২. গীবত মুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা 41
৩. ব্যক্তি পর্যায়ে গীবত দমন 42
৪. পারিবারিক পর্যায়ে গীবত প্রতিরোধ 43
৫. সমাজ পর্যায়ে গীবত দমন 44
৬. নেতৃত্ব ও ইসলামী আদর্শ 46
৭. গীবত মুক্ত সমাজের লক্ষ্মণ 46
৮. গীবত মুক্ত সমাজ গঠনের দোয়া 47
৯. উপসংহার 47
নবম অধ্যায়: গীবতের বিকল্প ও উত্তম ব্যবহার(জিহ্বার সৎ ব্যবহার এবং ইতিবাচক কথার মাধ্যমে নৈতিক উন্নয়ন) 48
১. ভূমিকা 48

২. জিহ্বার সৎ ব্যবহারের মূলনীতি 48
৩. সামাজিক যোগাযোগে উত্তম ব্যবহার 49
৪. দৈনন্দিন জীবনে জিহ্বার সৎ ব্যবহার 50
৫. জিহ্বার সৎ ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক 50
৬. গীবতের বদলে প্রতিদিনের কার্যকর ব্যবহার 51
৭. সাফল্যের নিদর্শন 51
৮.উপসংহার 51
দশম অধ্যায়: গীবত থেকে মুক্তি ও শাস্তি সম্পর্কিত শিক্ষা (সতর্কতা,পরিণতি ও নৈতিক শিক্ষার সমাপ্তি) 52
১. ভূমিকা 52
২. গীবতের শাস্তি ও পরিণতি 52
৩. গীবত থেকে মুক্তির উপায় 53
৪. গীবতের বিরুদ্ধে সচেতন সমাজ গঠন 54
৫. কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা 54
৬. উপসংহার ও সারসংক্ষেপ 55
৭. চূড়ান্ত বার্তা 55

📖 প্রথম অধ্যায়:ভূমিকা

গীবত কী এবং কেন এ বিষয়ে লেখা প্রয়োজন—

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে একে অপরের সঙ্গে কথা বলা,মেলামেশা, আলোচনা — এসব মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।কিন্তু এই কথোপকথনের মাঝেই এমন একটি ভয়াবহ রোগ ধারন করেছে, যা অজান্তে মানুষের ইমান,সম্পর্ক এবং সমাজের শান্তি ধ্বংস করে দেয়। সেই রোগের নাম "**গীবত**" বা **পরনিন্দা**।

গীবত এমন এক পাপ যা জিহ্বা দিয়ে হয়, কিন্তু তার প্রভাব হৃদয়ে, সমাজে এবং পরকালে গভীরভাবে পৌঁছে গেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন —

"তুমরা কি জানো গীবত কী?"

সাহাবারা বললেন,"আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন,"**গীবত হলো তুমি তুমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।**"কেউ জিজ্ঞাসা করলো,"যদি আমি যা বলি তা তার মধ্যে সত্যিই থাকে?"
তিনি বললেন,"**যদি তা সত্য হয়,তবুও সেটাই গীবত;আর যদি তা না থাকে তবে সেটি অপবাদ।**"

এ হাদিস আমাদেরকে জানিয়ে দেয় —বরং এটি এমন একটি নৈতিক ব্যাধি,যা আমাদের জিহ্বার মাধ্যমে অন্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে এবং আল্লাহর কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে গন্য হয়।

সমাজে গীবতের ব্যাপকতা

আজকের যুগে গীবত কেবল মুখে নয়—

- *ফোন আলাপের মাধ্যমে*

- *অফিসে সহকর্মীর আলোচনায়*
- *টেলিভিশনের গসিপ পোগ্রামে*
- *এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্টে ও পোস্টে ও গীবতের আগ্রাসন ছড়িয়ে* পড়ছে।

মানুষ মনে করে,"আমি তো সত্য বলেছি, তাই এটি গীবত নয়।" কিন্তু ইসলাম বলে,**"তুমি সত্য বললে ও যদি অন্যের সম্মানহানি হয় তবে সেটাই গীবত।"**

একজন মানুষের মান-ইজ্জত আল্লাহর কাছে কাবার চেয়েও পবিত্র। অথচ আমরা কত সহজেই অন্যের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি— যেনো এটি বিনোদনের বিষয়।

ইসলাম গীবতকে কেনো নিষিদ্ধ করেছে

গীবত শুধু একজন ব্যক্তিকে আঘাত করে না;এটি সমাজে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করে।
পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা গীবতের ভয়াবহ রূপ তুলে ধরেছেন:

"তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে?তোমরা তো তা ঘৃণা করবে।"
(সূরা আল-হুজরাত, আয়াত ১২)

এই আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— ভাবো কতো ভয়ংকর উপমা!
আল্লাহর দৃষ্টিতে গীবত মানে হলো,তুমি এমন একজনের মানহানি করেছো যে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাহীন,যেমন মৃত ব্যক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য

এই বইটি কোন তত্ত্ব বা কেবল উপদেশের সংকলন না।
এটি আত্মসমালোচনার একটি আহ্বান—
আমরা যেনো দেখি:

- জিহ্বার প্রতিটি শব্দের হিসাব আছে।

- পরচর্চা কেবল সামাজিক পাপ নয়,এটি একপ্রকার আত্মিক আত্মঘাত।
- গীবত বন্ধ করলে সমাজে ভালোবাসা এবং ইমানের বন্ধন দৃঢ় হয়।

শেষ কথা(ভূমিকায়)

যে সমাজে গীবত বন্ধ হবে,সেখানে ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
এই বইটি আমার সেই পথে এক বিনীত প্রয়াস–
জিহ্বাকে পবিত্র করা এবং হৃদয়কে সত্যিকারের ইমানের আলোয় উদ্ভাসিত করা।

📖 দ্বিতীয় অধ্যায়:গীবতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

১.গীবতের সংজ্ঞা (Definition of Ghibah)

"গীবত" শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ غِيْبَه (ঘীবাহ) থেকে যার অর্থ— **অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কিছু বলা,যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।**

রাসূল ﷺ বলেন—

"তুমি কি জান গীবত কী?"
সাহাবাগন বলেন,"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।"
নবী সল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করবে।"
কেই জিজ্ঞেস করলো, "যদি আমি যা বলি,তা তার মধ্যে সত্যিই থাকে?"
নবী ﷺ বলেন,
"যদি তা সত্যি হয়,তবুও সেটাই গীবত;আর যদি তা না থাকে,তবে তা অপবাদ(বুহতান)।"
— (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৫৮৯)

অর্থাৎ, **যা সত্য হলেও অন্যের সম্মানহানি ঘটায়, সেটিই গীবত।**
আর যা মিথ্যা — সেটি আরও বড় পাপ,অর্থাৎ **অপবাদ (বুহতান)**।

২.গীবতের প্রকৃতি ও মূল ধারণা

গীবত এমন এক কাজ যা সাধারণত মানুষের অজান্তে ঘটে যায়।কারও ত্রুটি,ভুল,চেহারা,কথাবার্তা,আচরণ–
এসব নিয়ে মজা করা, সমালোচনা করা কিংবা ব্যঙ্গ করা — সবই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

- *গীবত মুখে হতে পারে*
- *ইঙ্গিতে হতে পারে*
- *লিখিতভাবে বা অনলাইনে হতে পারে। এছাড়াও আরো অনেক কারনে গীবত হতে পারে।*

অর্থাৎ গীবত শুধু কথা নয় —
যেকোনো উপায়ে অন্যের সম্মানহানি ঘটানোই গীবত।

৩.গীবতের বিভিন্ন প্রকারভেদ

গীবতকে নানা দিক থেকে ভাগ করা যায়।নিচে গীবতের কিছু ধরন তুলে ধরা হলো:

(ক) কথা বা বর্ণনার মাধ্যমে গীবত

এটি সবচেয়ে প্রচলিত ধরন। **যেমন-**
"ও খুব গরীব", "ও খাটো", "ও লম্বা", "ও কালো", "ওর আচরণটা ঠিক নয়", "ওর স্ত্রী এমন করে", " ও নামাজ পড়ে না" — ইত্যাদি কথা বলা,যদিও তা সত্য।

যদি সে শুনে কষ্ট পায়, তবে সেটিই গীবত।

(খ) ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে গীবত

মুখে না বলেও কারও সম্পর্কে ব্যঙ্গ করা,হাতের ইশারা দেওয়া, চোখ টিপে বুঝানো,বা কারোর কথা বলার ধরন অনুকরণ করা — সবই গীবত।
যেমন- কারো হাটার ভঙ্গি নকল করে হাসাহাসি করা।

আয়েশা(রাঃ) একবার অন্য একজন নারীর বর্ণনা করতে গিয়ে ইঙ্গিতে বলেছিলেন, "সে একটু খাটো।"
রাসূল ﷺ সঙ্গে সঙ্গে বললেন,

"তুমি এমন কথা বলেছো, তা যদি সমুদ্রে ফেলা হতো,তবে তার পানি নষ্ট হয়ে যেতো।"
— (*আবু দাউদ,হাদীস ৪৮৭৫)*

এটি দেখায়,ইঙ্গিতের মাধ্যমেও গীবত হয়।

✿ (গ) লিখিত গীবত বা ডিজিটাল গীবত

বর্তমানে এটি সবচেয়ে সাধারণ রূপ।
সোশ্যাল মিডিয়ায়,সংবাদে,কমেন্টে,বা মেসেজে কারো চরিত্র নিয়ে লিখা—গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত।

যেমন:

- *"ও একজন ভন্ড মানুষ।"*
- *"এই আলেমের কথায় ভরসা করা যায় না।"*
- *"ওর পরিবারটা নষ্ট।" — এমন পোস্ট বা শেয়ার করা সবই গীবত।*

✿ (ঘ) হাস্যরস বা গল্পের মাধ্যমে গীবত

অনেকে বলেন,"আমি তো মজা করেছি।"
কিন্তু মজা করেও যদি কারো সম্মান ক্ষুন্ন হয়,সেটিও গীবত।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"একজন মানুষ কথা বলে বসে,যা সে গুরুত্ব দেয় না,অথচ তার কারনেই সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে।"
—(বুখারী,হাদিস ৬৪৭৮)

✿ (ঙ) অন্তরের গীবত(চিন্তা বা মনোভাবের গীবত)

যদি কেউ মনে মনে অন্যের প্রতি ঘৃনা বা তুচ্ছ ভাব রাখে এবং সেটি তার আচরণে ফুটে ওঠে — তা সরাসরি গীবত না হলেও গীবতের ভূমিকা তৈরি করে।
এটি হলো গীবতের আত্মিক স্তর,যা পরবর্তীতে মুখের গীবতে পরিণত হয়।

(৪) গীবত ও অপবাদ(বুহতান)- এর পার্থক্য

বিষয়	গীবত	অপবাদ
সংজ্ঞা	অন্যের সত্য ত্রুটি বলা	মিথ্যা ত্রুটি আরোপ
সত্যতা	সত্য	মিথ্যা
শাস্তি	বড় গুনাহ	আরো ভয়াবহ গুনাহ
পরিণতি	আমল ক্ষয় করে	অন্যের অধিকার লঙ্ঘনে দ্বিগুণ শাস্তি

৫. কখন গীবত বৈধ হতে পারে

ইসলাম সাধারণভবে গীবত নিষিদ্ধ করেছে। তবে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে গীবত করা বৈধ।কারন তখন উদ্দেশ্য হয় ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

উদাহরণস্বরূপ-

১.অন্যায়ের বিচার চাওয়া

যেমন — কেউ অন্যায় করেছে,তুমি কোর্ট বা আলেমের কাছে অভিযোগ করেছো সত্য ঘটনা জানিয়ে।

যেমন — কেউ বিয়ে, ব্যবসা বা বন্ধুত্বে পরামর্শ চায়,আর তুমি তাকে সতর্ক করো সত্য তথ্য দিয়ে।

৩.খারাপ কাজ থেকে সাবধান করা

যেমন— কোনো ব্যক্তি মানুষকে প্রতারণা করছে,তাকে নিয়ে অন্যকে সতর্ক করা।

৪. পরিচিতি বোঝাতে(অপরিহার্য হলে)

যেমন — “ওই খাটো লোকটি”, “ ওই টাক মাথার লোকটি।”
যখন কাউকে কোনোরূপ বিদ্বেষ ছাড়াই চেনাতে হয়।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে; উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়,কাউকে হেয় করা নয়।

৬.গীবতের আড়ালে আত্মপ্রবঞ্চনা

অনেকে বলেন,
“আমি তো গীবত করছি না,কেবল সত্যিটা বলেছি।”
বা
“আমি উপদেশ দিচ্ছি, পরনিন্দা না।”

কিন্তু যখন কথার মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি বা অন্যকে ছোট করার প্রবণতা থাকে— তখন সেটিই গীবত।

ইমাম গাজ্জালী(রহঃ) বলেছেন
“যে নিজের উদ্দেশ্যকে নেকী ভেবে গীবত করে, সে দ্বিগুণ ক্ষতিগ্রস্ত।”

৭. উপসংহার

গীবত এমন এক গোপন আগুন,যা আমাদের জিহ্বা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে ঘৃণা,অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ জন্ম দেয়।
এটি আত্মিক রোগ,যার চিকিৎসা হলো — নিজেকে সচেতন করা,নিরবতা অনুশীলন করা এবং অন্যের প্রতি ভালো ধারণা রাখা।

সংক্ষিপ্ত বার্তা

“যে নিজের ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখ আগুন থেকে রক্ষা করবেন।”
— *(তিরমিজি, হাদিস ১৯৩১)*

📖 তৃতীয় অধ্যায় : কুরআনে গীবতের নিষেধ

🌿১.কুরআনের দৃষ্টিতে গীবতের ভয়াবহতা

ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ **আল-কুরআন** গীবতকে একটি মারাত্মক সামাজিক ও আত্মিক অপরাধ হিসেবে উল্লেখ্য করেছে।
আল্লাহ তা'য়ালা শুধু গীবতকে নিষেধই করেননি,বরং এর চিত্র এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা শুনলে মানুষের রূহ কেঁপে ওঠে।

সবচেয়ে বিখ্যাত আয়াতটি হলো—

"হে মুমিনগন!তোমরা অধিক সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকো,কেনো না কিছু সন্দেহ পাপ।এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয়তা অনুসন্ধান করো না এবং কেউ কারোও গীবত করো না।তোমাদের কেউ কি চায় তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে? তোমরা তো তা ঘৃণা করবে, আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের প্রতি পরম দয়ালু।"
— (সূরা আল-হুজরাত,আয়াত ১২)

এ আয়াতেই রয়েছে গীবতের প্রকৃতি,নিষেধাজ্ঞা ও পরিণতির এক অপূর্ব বর্ণনা না।

🌿২.আয়াতের তাফসির ও ব্যাখ্যা

ক. "তোমরা সন্দেহ করো না"

গীবতের মূলেই রয়েছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। যখন কেউ অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তখনই গীবতের বীজ জম্ম নেয়।
সন্দেহ দূর হলে গীবতের পথও বন্ধ হয়।

খ. "গোপন অনুসন্ধান করো না"

গীবত অনেক সময় শুরু হয় কারও গোপন দোষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে।
অন্যের গোপন দুর্বলতা জানার চেষ্টা করা,তার ভুল খুঁজে বেড়ানো— ইসলাম এ আচরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —

“যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করে,আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন, এমনকি তার গৃহের ভেতরেও।”
—(তিরমিজি, হাদিস -২০৩২)

গ. “তোমরা কারোও গীবত করো না”

এটি সরাসরি নির্দেশ—গীবত করা হারাম।
গীবত মানে হলো এমন কথা বলা, যা অনুপস্থিত ব্যক্তির সম্মানহানি ঘটায়,যদিও তা সত্যি হয়।

গীবতের মাধ্যমে একদিকে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন হয়, অন্যদিকে নিজের আমল ধ্বংস হয়। একারনেই আল্লাহ তা'য়ালা গীবতকারীর উদাহরণ দিয়েছেন মৃত ভাইয়ের মাংসখোর হিসেবে।

ঘ. “তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চায়?”

এ আয়াতের উপমা অত্যন্ত গভীর।

মৃত ভাই: এমন একজন যিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

তার মাংস খাওয়া : এমন এক কাজ যা মানুষের বিবেক, নৈতিকতা এবং মানবতা — সবকিছুকে লজ্জিত করে।

অর্থাৎ গীবত করা মানে এমন একজনের সম্মান নষ্ট করা, যে নিজে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না।যেমন মৃত দেহ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না,গীবতভুক্ত মানুষও নিজেকে অনুপস্থিত অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

ঙ. “তোমরা তো তা ঘৃণা করবে ”

মানুষ যেমন মৃত দেহের মাংস খেতে ঘৃণা করে,তেমনি গীবতকেও ঘৃণা করা উচিত।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ অনেকেই গীবতকে আনন্দের,মজার,বা " সত্য বলার অধিকার " হিসেবে দেখে — যা কুরআনের চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

চ. "আল্লাহকে ভয় করো"

গীবত থেকে বিরত থাকার মূল চাবিকাঠি হলো তাকওয়া — আল্লাহভীতি।
যে ব্যক্তি জানে আল্লাহ তার প্রতিটি শব্দ শুনছেন,সে কখনো কারও গীবত করতে পারবে না।

ছ. "আল্লাহ তাওবাকারীদের প্রতি দয়ালু"

এ আয়াতের শেষে আল্লাহ আমাদের জন্য আশার দরজা খুলে দিয়েছেন।
যদি কেউ গীবতের পাপ করে থাকে,কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়,তাওবা করে—
তাহলে আল্লাহ তার জন্য ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।

৩. অন্যান্য কুরআনের আয়াতে গীবতের ইঙ্গিত

যদিও সূরা হুজরাতের ১২ আয়াতটি স্পষ্ট তবুও অন্যান্য আয়াতেও গীবতের নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়।

(১) সূরা হুমাযাহ,আয়াত ১

"অপরের দোষ অনুসন্ধানকারীও তুচ্ছতাচ্ছিল্যকারী প্রত্যেকের জন্য ধ্বংস।"
— (সূরা আল-হুমাযাহ,আয়াত ১)
এখানে **"হুমাযাহ"** মানে মুখে দোষারোপকারী আর **"লুমাযাহ"** মানে ইঙ্গিতে দোষ ধরনেওয়ালা।
অর্থাৎ গীবতকারী ও ব্যঙ্গকারীর পরিণতি একই— ধ্বংস।

(২) সূরা কাওসার,আয়াত ৩

"নিশ্চয়ই তোমার শত্রুই নির্বংশ।"

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে তাফসীরে বলা হয় যে ব্যক্তি নবী (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গ
বা অপবাদ করেছিলো,কারই বংশ নিঃশেষ হয়ে যায়।

এ থেকে বোঝা যায় অন্যকে অপমান করা বা তুচ্ছ করা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে।

(৩) সূরা নূর,আয়াত ১৯

"যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়াতে ভালোবাসে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে।"

গীবত,অপবাদ ও চরিত্রহননের মধ্য দিয়েই অশ্লীলতা ও কুৎসা সমাজে ছড়ায়।
অবএব,গীবত এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত অপরাধ।

৪.কুরআনের আয়াতে গীবতের পরিণতি

বিষয়	**ফলাফল**
আত্মিক ফল	হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, তাকওয়া নষ্ট হয়
সামাজিক ফল	বিশ্বাস ও ভালোবাসা হারিয়ে যায়
আখিরাতের ফল	আমল ধ্বংস হয়ে যায়,গীবতভুক্ত ব্যক্তি তোমার সাওয়াবের হকদার হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, তা তার নিজের জন্য ; আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, তা নিজের ক্ষতির জন্য।"
—-(সূরা ফুসসিলাত,আয়াত ৪৬)

অর্থাৎ গীবত করে আসলে তুমি তুমার নিজেরই ক্ষতি করছো।

৫. উপসংহার

কুরআনের বাণী আমাদের একটি কঠিন কিন্তু সুন্দর শিক্ষা দেয় —

“জিহ্বা হলো এমন এক অঙ্গ, যা সবচেয়ে ছোট অথচ সবচেয়ে বিপদজ্জনক।”

গীবত একটি অদৃশ্য আগুনের মতো,যা ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ,পরিবার,এমনকি ইমানকেও পুড়িয়ে ফেলে।

যে ব্যক্তি কুরআনের আলোয় তাকওয়া অর্জন করে, সে কখনো কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্মান নষ্ট করতে পারে না।

📜 শেষ কথা

গীবত থেকে মুক্ত থাকা মানে শুধু পাপ থেকে বেঁচে থাকা নয় বরং এটি আল্লাহর নিকট সম্মান ও মমতার প্রতিদান অর্জনের পথ।

“ যে ব্যক্তি মুমিন ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখ আগুন থেকে তাকে রক্ষা করবেন।”

— *(তিরমিজি,হাদিস ১৯৩১)*

📖 চতুর্থ অধ্যায়: হাদিসের আলোকে গীবতের পরিণতি

১.ভূমিকা

কুরআনের পর ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার দ্বিতীয় উৎস হলো **হাদিস** — রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী,কর্ম ও নির্দেশনা হলো হাদিস।
গীবত সম্পর্কে নবী কারীম (সাঃ) অসংখ্য হাদিসে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।
তিনি দেখিয়েছেন — এই পাপ শুধু জিহ্বার নয়,এটি এক আত্মিক ব্যাধি,যা মানুষকে পরকালে ভয়াবহ পরিণতির মুখে ঠেলে দেয়।

২.রাসূল ﷺ এর গীবত সম্পর্কিত সতর্কবানী

(১) গীবতের সংজ্ঞা নির্ধারনকারী হাদিস

নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন—

"তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা,যা সে অপছন্দ করবে।"
সাহাবারা জিগ্যেস করলেন,"যদি তা সত্য হয়?"
নবী কারীম (সাঃ)বললেন,
"যদি সত্যি হয়, সেটাই গীবত;আর যদি মিথ্যা হয়,তবে সেটা অপবাদ(বুহতান)।"
— *(সহীহ মুসলিম,হাদিস২৫৮৯)*

এ হাদিস গীবতের মূলরূপ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়—
এমনকি সত্য বললেও যদি কারো সম্মানহানি হয়,সেটিও আল্লাহর কাছে পাপ।

(২) গীবতকারীর ভয়াবহ শাস্তি।

নবী কারীম (সাঃ) একবার মিরাজের রাতে এক সম্প্রদায়কে দেখেন,যাদের নখ ছিল তামার, আর তারা নিজেদের মুখ ও বক্ষ চিরে ফেলছিল।
জিবরাঈল (আঃ) বললেন—

"এরা সেই লোক যারা গীবত করতো ও মানুষের সম্মানহানি করতো।"

— (আবু দাউদ,হাদিস ৪৮৭৮)
এই দৃশ্য গীবতের আখিরাতের শাস্তির এক জীবন্ত চিত্র —
গীবতকারীরা সেখানে নিজের মুখ নিজেই চিরে ফেলবে,কারন তারা অন্যের মুখের মানহানি করেছিল।

(৩) গীবত আমল ধ্বংস করে দেয়

রাসূল ﷺ বলেছেন —

"কিয়ামতের দিন এমন অনেক লোককে দেখা যাবে,যাদের আমল পাহাড় সমপরিমাণ থাকবে,কিন্তু হঠাৎ তা বিলীন হয়ে যাবে।
আর তারা হবে সেই সকল লোক, যারা মানুষের গীবত করতো, অপবাদ দিত ও অন্যের অধিকার হরণ করতো।"
— (মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ গীবত শুধু পাপ নয়,এটি এমন এক আগুন যা নেক আমলকে পুড়িয়ে দেয়।

(৪) অন্যের গীবত শুনলেও দায়ী

নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন—

"যে ব্যক্তি কোনো ভাইয়ের গীবত শুনে অথচ তাকে থামায় না,কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সিসা ঢালা হবে।"
— (তায়সিরে ইবনে কাসির,সূরা হুজরাত,আয়াত ১২ এর ব্যাখ্যা)

অর্থাৎ শুধু গীবত কথা নয়,শোনা ও উপভোগ করা— উভয়ই পাপ।
কারন,গীবতের আসর তখনই টিকে থাকে,যখন কেউ তা আনন্দ নিয়ে শুনে।

৩.সাহাবিদের গীবত বিরোধী মনোভাব

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিরা ছিলেন গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক।
কারন তারা জানতেন— কারো সম্মান রক্ষা করা মানে নিজের ইমান রক্ষা করা।

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

তিনি বলতেন:

“গীবত হলো এমন এক আগুন,যা আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়,যেমন শুকনো কাঠকে আগুন খেয়ে ফেলে।”

(২) আবু হুরাইরা (রাঃ)

তিনি বলতেন:

“তুমি যদি গীবত শুনে চুপ থাকো,তবে তুমি গীবতের শরীক।”

(৩) হজরত উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)

একবার কেউ তাঁর কাছে এসে বললো,“ অমুক আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে।”

তিনি বললেন:

“তুমি নিশ্চয়ই সেই লোক, যে গীবতকারীর কথা শুনে তা ছড়ায় ; আমি তুমার কথা ও শুনতে চাই না।”

উমর (রাঃ) গীবতের শিকল ভেঙে দিতেন শুরুতেই— যেনো সমাজে এটি জায়গা না পায়।

🌿 ৪.গীবতের কারনে সমাজ ও হৃদয়ের পতন

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না,ঘৃণা করো না,একে অপরের গীবত করো না।তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও।”
— (সহীহ বুখারি ও মুসলিম)

এ হাদিস স্পষ্ট করে দেয় —
গীবত মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও বন্ধন ধ্বংস করে দেয়।

যেখানে গীবত আছে,সেখানে দ্বন্দ্ব, বিভেদ ও সন্দেহ তৈরি হয়।
গীবতের পরিবেশে মানুষ একে অপরের উপর ভরসা হারায়,সমাজে সৌহার্দ্য নষ্ট হয় এবং আল্লাহর রহমত দূরে সরে যায়।

৫.গীবতের আখিরাতের পরিণতি

(১) আমল ধ্বংস হয়ে যাবে

রাসূল ﷺ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি গীবত করে, তার সাওয়াব গীবতভুক্ত ব্যক্তির আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।"
— (মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ তুমি যে নামাজ,রোজা, দান করেছিলে— সবই যাবে সেই ব্যক্তির কাছে, যার গীবত করেছিলে।

(২) গীবতকারীর মুখ বন্ধ থাকবে

"কিয়ামতের দিন গীবতকারীর মুখে সিল মেরে দেওয়া হবে। আর হাত পা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।"
— (সূরা ইয়াসিন,আয়াত ৬৫)

(৩) গীবতভুক্ত ব্যক্তি তার হক নিবে

কিয়ামতের দিনে গীবতভুক্ত মানুষ এসে বলবে—
" হে আল্লাহ এই লোক আমার সম্মান নষ্ট করেছে।"

তখন আল্লাহ বলবেন—
“তোমার নেক আমলগুলো তাকে দাও।”
আর যদি আমল ফুরিয়ে যায়—
“তোমার গুনাহ গুলো তার আমল নামায় লিখে দাও।”
— (সহীহ মুসলিম)

এইভাবেই গীবতকারী নিঃস্ব হয়ে যাবে—
“আল-মুফলিস” বা দেওলিয়া মানুষ হিসেবে।

৬. গীবত এড়িয়ে চলার উপায় (হাদিস থেকে শিক্ষা)

☑ হাদিসের আলোকে গীবত থেকে বাঁচার কিছু কার্যকরী পন্থা হলো—

১.গীবত শুরু হলে বিষয় পাল্টে দাও।
২.গীবত শুনলে থামিয়ে দাও বা স্থান ত্যাগ করো।
৩.নিজেকে প্রশ্ন করো, “ এই কথা আল্লাহর জন্য না,নিজের নফসের জন্য?”
৪.গীবতের বদলে প্রসংশা করো।
৫.যার গীবত হয়েছে, তার জন্য দোয়া করো।
৬.নিজের জিহ্বা সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে তুলো।

৭.উপসংহার

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“ যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের গীবত থেকে তাকে রক্ষা করে,আল্লাহ কিয়ামতের দিন কার মুখকে আগুন থেকে রক্ষা করবেন।”
—(তিরমিজি, হাদিস ১৯৩১)

গীবত শুধু মুখের একটি পাপ নয়,এটি হৃদয়ের রোগ। যে মানুষ অন্যের ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত, সে নিজের সংশোধনের সুযোগ হারায়।
কিন্তু যে নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

📜 শেষ কথা

“গীবতকারীর কোনো লাভ নেই—
সে না দুনিয়ায় শান্তিতে, আর না আখিরাতে মুক্তিতে।”

📖 পঞ্চম অধ্যায়:গীবতের ইহকালীন প্রভাব

১.ভূমিকা

গীবত এমন এক অদৃশ্য আগুন,যা শুধু আখিরাতের জন্যই ভয়ংকর নয়—
বরং দুনিয়াতেও এর প্রভাব ভয়াবহ।
যেখানে গীবত থাকে,সেখানে সম্পর্ক ভেঙে যায়,বন্ধুত্ব হারিয়ে যায়,সমাজে অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে এবং হৃদয় কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

গীবতের ইহকালীন প্রভাব হলো সেইসব ফল,যা এই জীবনে মানুষ নিজেই ভোগ করে।
এটি যেনো এমন এক বিষ,যা প্রথমে অন্যের দিকে নিক্ষেপ করা হয়,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে নিজের হৃদয়েই ছড়িয়ে পড়ে।

২.গীবতের মানসিক ও আত্মিক প্রভাব

(ক) হৃদয়ের অশান্তি ও আত্মিক দুর্বলতা

গীবতকারী মানুষ কখনো শান্তি পায় না।যে অন্যের ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত,সে নিজের আত্মাকে কখনো সংশোধন করতে পারে না।
তার অন্তর ভরে যায় অহংকার, হিংসা,ঈর্ষা ও বিদ্বেষে।
ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেছেন,

“গীবত এমন এক রোগ, যা ইমানকে দুর্বল করে এবং নফসকে কলুষিত করে।”
অর্থাৎ যত বেশি কেউ অন্যের সমালোচনায় সময় ব্যয় করবে,ততোই সে নিজের ভেতরের পবিত্রতা হারাবে।

(খ) আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গীবত মানুষের আমল থেকে বরকত তুলে নেয়। আল্লাহ তা'য়ালা এমন বান্দাকে ভালোবাসেন,যে অন্যের সম্মান রক্ষা করে।
অন্যদিকে গীবতকারী ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“যে ব্যক্তি গীবতের মাধ্যমে কারো মর্যাদা নষ্ট করে,আল্লাহ তার মর্যাদা দুনিয়া ও আখেরাতে নষ্ট করবেন।”
—(বায়হাকী,শু ‘আবুল ঈমান)

(গ) আত্মশুদ্ধির দরজা বন্ধ হয়ে যায়

যখন কেউ অন্যের ত্রুটি খুঁজতে থাকে, তখন সে নিজের ত্রুটি দেখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাই গীবত আত্মসমালোচনা এবং তওবার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা।

ইমান গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন:

“যে অন্যের দোষ নিয়ে ব্যস্ত,সে নিজের আত্মাকে ভুলে যায়;
আর যে নিজের আত্মার দিকে মনোযোগ দেয়,সে অন্যের দোষ দেখার সময়ই পায় না।”

৩.সামাজিক প্রভাব

গীবত কেবল ব্যক্তিগত নয়— এটি সমাজের ভেতরে ধীরে ধীরে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

(ক) বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক নষ্ট হয়

গীবত মানুষকে মানুষের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়।আজকের বন্ধুত্ব কালকে শত্রুতায় রূপ নেয়— কারন কেউ কারও পেছনে কথা বলছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন —
“ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করবে না;কেননা গীবত ভালোবাসাকে ঘৃণায় রুপান্তর করে।”
— (*তিরমিজি*)

যে সমাজে গীবত চলে সে সমাজে কেউ কারোর ওপর আস্থা রাখতে পারে না।ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়,আর সেখানে ভালোবাসা টেকে না।

(খ) সমাজে অবিশ্বাস ও বিভেদ সৃষ্টি

গীবত এমন এক সামাজিক আগুন,যা একবার ছড়িয়ে পড়লে সহজে নিভে না।
একজনের মুখ থেকে আরেকজনের কানে গিয়ে তা রটনার রূপ নেয়—
এবং সেই রটনা একসময়ে সমাজে বিভেদ,পক্ষ-বিপক্ষ ও হিংসার জম্ম দেয়।

কুরআর সতর্ক করেছে;

"তোমরা একে অপরের গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না।"
— (সূরা হুজরাত,আয়াত ১২)

গীবত মানে হলো আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করা,ফলে আল্লাহর রহমত ও বরকত সমাজ থেকে উঠে যায়।

(গ) পারিবারিক অশান্তি ও বিভেদ

পরিবারে ও গীবত এক ভয়ংকর আগুন।স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, ভাই-বোন — কেউ যদি একে অপরের পেছনে কথা বলে,তাহলে ভালোবাসার জায়গায় সন্দেহ ও হিংসা তৈরি হয়।
অসংখ্য ঘর সংসার ভেঙে গেছে শুধু **"কে কি বলেছে"** এই কথার কারনে। তাই
গীবত কেবল ধর্মীয় পাপ নয়— বরং এটি পরিবারের ও ধ্বংসের কারন।

(ঘ) সমাজে পাপের সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে

যে সমাজে গীবত সাধারণ বিষয় হয়ে যায়, সে সমাজে মানুষ ধীরে ধীরে **পাপকে পাপ মনে করাও বন্ধ করে দেয়।**
মানুষ গীবতকে "মজা" "খবর" "গসিপ" বলে চালিয়ে দেয়।

ফলে সেখানে নৈতিক অবক্ষয় ঘটে এবং সত্যের মর্যাদা হারিয়ে যায়।

৪. ব্যক্তিগত জীবনে গীবতের ফল

(ক) মানুষের কাছে বিশ্বাস হারানো

যে মানুষ অন্যের গীবত করে, সে কারোর আস্থাভাজন থাকে না।আজ যে তার সঙ্গে বসে অন্যের কথা বলছে,কাল সেই বন্ধুই ভাববে— **"আমার পরিস্থিতিতেও নিশ্চয়ই সে আমার কথা বলবে।"**

ফলে গীবতকারী সামাজিকভাবে একা হয়ে যায়,মানুষ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।

(খ) অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অপরাধবোধ

যখন কেউ সত্যিকার অর্থে ঈমানদার, কিন্তু অভ্যাসবশত গীবত করে,
তখন তার ভেতরে এক ধরনের আত্ম-সংঘাত শুরু হয়—
"আমি জানি এটা পাপ কিন্তু নিজেকে থামাতে পারি না।"

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার মানসিক শান্তি নষ্ট করে দেয়,এবং তার ইবাদতে একাগ্রতা হারিয়ে যায়।

(গ) গীবতকারীর মুখমন্ডলে প্রভাব

ইসলামি সাহিত্য ও তাসাউফের আলেমরা বলেন—
গীবতকারীর মুখে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়,তার চেহারায় নূর থাকে না,কারন সে অন্যের সম্মান নিয়ে খেলে।
ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন:

"গীবতকারীর মুখে কোনো নূর থাকে না।"

৫. গীবত সমাজে অন্যায়ের সংস্কৃতি তৈরি করে

যখন গীবত ও অপবাদ প্রচলিত হয়,তখন মানুষ সত্য যাচাই না করেই অন্যকে বিচার করতে শুরু করে।
ফলে মিথ্যা, অবিচার ও বিদ্বেষ বাড়ে।
একজন নির্দোষ মানুষ সমাজে অপদস্ত হয়,আর অপরাধী হাসতে থাকে।

আর এভাবে গীবত **ন্যায়বিচারের শত্রু** হয়ে দাঁড়ায়।যে সমাজে গীবত চলে,সেখানে কোনো সৎ মানুষ টিকতে পারে না।

৬. গীবতের অর্থনৈতিক প্রভাব

এটি হয়তো অনেকেই খেয়াল করেন না—
গীবত কর্মক্ষেত্র,ব্যবসা এমনকি প্রতিষ্ঠানের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।যেমন:

- *অফিসে সহকর্মীর পেছনে কথা বললে দলীয় মনোভাব নষ্ট হয়।*
- *ব্যবসায়িক অংশীদারের বদনাম করলে পারস্পরিক আস্থা ভেঙে পড়ে।*
- *প্রতিষ্ঠান ও সমাজে অবিশ্বাসের সংস্কৃতি তৈরি হয়।*

ফলে গীবত শুধু নৈতিক নয়— অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণও বটে।

৭.গীবতকারীর জীবনে আল্লাহর প্রতিশোধ(দুনিয়াতে)

- *অনেক সময় আল্লাহ তা'য়ালা গীবতের প্রতিফল দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেন।*
- *কেউ যার গীবত করে,পরবর্তীতে তারই সাহায্যের প্রয়োজন হয়।*
- *কেউ যার অপমান করে,পরবর্তীতে সেই অপমানিত হয়।*
- *কারোর গোপন দোষ প্রকাশ করলে,আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন।*

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের গোপন দোষ প্রকাশ করে,আল্লাহ তা'য়ালাও তার দোষ প্রকাশ করবেন,এমনকি নিজের ঘরের ভেতরেও।”
— (তিরমিজি, হাদিস ২০৩২)

৮.উপসংহার

গীবতের ইহকালীন প্রভাব এতো গভীর যে, এটি ধীরে ধীরে মানুষের ঈমান,সম্পর্ক,সমাজ, এমনকি জীবনের শান্তি পর্যন্ত কেড়ে নেয়।
গীবত থেকে বিরত থাকা মানে শুধু আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া নয়,বরং দুনিয়ার শান্তি, সম্মান ও বরকত লাভ করা।

শেষ কথা

"যে জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারে,সে তার ঈমানকেও সংরক্ষণ করে।"
— *(সহীহ বুখারী)*

📖 ষষ্ঠ অধ্যায়:গীবতের পরকালীন শাস্তি

১.ভূমিকা

গীবত এমন এক পাপ,যার পরিণতি শুধু দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়—
বরং পরকালেও এর ভয়াবহ প্রতিফলন মানুষকে ভোগ করতে হবে।
আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।
আর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু হাদিসে বলেছেন—
"গীবত মানুষের আমল ধ্বংস করে দেয়।"
আখিরাতে গীবতকারী এমন এক অবস্থায় পড়বে,যেখানে তার নেক আমলগুলো অন্যের আমল নামায় স্থানান্তরিত হবেএবং সে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যাবে।

২. গীবতকারীর প্রথম বিচার:কিয়ামতের দিন মুখ বন্ধ হয়ে যাবে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন:
" আজ আমি তোমাদের মুখে সিল মেরে দিবো, আর তোমাদের হাত-পা বলবে তোমরা কি করেছিলে।"
— (সূরা ইয়াসিন,আয়াত ৬৫)

তখন গীবতকারী মুখে অস্বীকার করতে পারবে না।তার জিহ্বা,যেটি দুনিয়ায় অন্যের সম্মানহানি করেছিলো,আজ সেটিই নীরব থাকবে,তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে তার বিরুদ্ধে।

৩. গীবতকারীর আমল ধ্বংস হয়ে যাবে

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন —

"তুমি কি জানো কে দেউলিয়া?"
সাহাবারা বললেন,"যার কাছে টাকা-পয়সা নেই।"
নবী কারীম(সাঃ) বললেন,
"আমার উম্মতের দেউলিয়া সেই ব্যক্তি,যে নামাজ, রোজা ও দান নিয়ে আসবে,কিন্তু সে কাউকে গালাগাল দিয়েছে, কারও মানহানি করেছে,কারও রক্ত ঝরিয়েছে।

তখন তার নেক আমল গুলো ভুক্তভোগীদের দেওয়া হবে,তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"
— (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৫৮১)

এই হাদীসই গীবতের পরকালীন ফলাফলকে সবচেয়ে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে।
গীবতকারী হয়তো নামাজি,দানশীল বা ধর্মপ্রাণ মানুষ—
কিন্তু তার জিহবার পাপ তার সব সাওয়াবকে কেড়ে নিবে।

৪.গীবতকারীর চেহারা বিকৃত হবে

একটি বর্ণনায় এসেছে,

নবী ﷺ বলেছেন—

"আমি মিরাজের রাতে এমন এক জাতিকে দেখলাম,যাদের মুখ ছিঁড়ে যাচ্ছিল,আর মাংস ঝড়ছিল।"
আমি জিগ্যেস করলাম,এরা কারা?
জিবরাঈল (আঃ) বললেন,
"এরা সেই লোক যারা গীবত করতো এবং মানুষের ইজ্জত নষ্ট করত।"
— (আবু দাউদ, হাদিস ৪৮৭৮)

এই দৃশ্য শুধু শাস্তির নয়,**একটি সতর্কতা।**
যে ব্যক্তি অন্যের মুখ নিয়ে খেলেছে,কিয়ামতের দিন তার নিজের মুখই শাস্তির কেন্দ্রবিন্দু হবে।

৫.গীবতভুক্ত ব্যক্তির অধিকার আদায়

কিয়ামতের দিন প্রতিটি অন্যায়কর্মের হিসাব হবে।
দুনিয়ায় তুমি যে মানুষের গীবত করেছিলে,সে তোমার সাসনে দাঁড়াবে এবং বলবে,

" হে আল্লাহ ; এই লোক আমার মানহানি করেছে,আমার সম্মান নষ্ট করেছে।"

তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন,

“তোমার নেক আমলগুলো তাকে দাও।”
একজনের নামাজ,রোজা,হজ, যাকাত সবই চলে যাবে গীবতভুক্ত মানুষের কাছে।
আর যদি নেক আমল ফুরিয়ে যায়, তবে ভুক্তভোগীর গুনাহ গীবতকারীর আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।
এভাবেই সে দেউলিয়া হয়ে জাহান্নামের পথে যাবে।

৬.গীবতের শাস্তি কবরে

কিয়ামতের আগে, অর্থাৎ কবরেও গীবতকারী শাস্তি ভোগ করতে পারে।

একবার নবী কারীম (সাঃ) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।
তিনি থেমে বললেন,

“ এই দুইজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তারা কোনো বড় পাপের কারনে শাস্তি পাচ্ছে না(অর্থাৎ তারা,পাপটিকে ছোট ভাবতো)।
তাদের মাঝে একজন পস্রাব থেকে নিজেকে বাঁচাত না,
আর অন্যজন মানুষের গীবত করত।”
— (সহীহ বুখারী,হাদিস ২১৮)

অর্থাৎ গীবত এমন একটি পাপ,যার ফল মৃত্যুর পরপরই শুরু হয়।এটি এমন এক আগুন,যা কবরের অন্ধকারে পুড়তে থাকে।

৭.গীবতকারীর আমল বাতিল হয়ে যায়

ইমাম ইবনুল মুবারক(রঃ) বলেন,

“যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজের আমল অন্যকে দান করে দেয়।
সে গীবত করে কিন্তু বুঝতে পারে না।”

অর্থাৎ গীবত মানে হলো নিজের সাওয়াব অন্যকে উপহার দেওয়া।

তুমি নামাজ পড়ছো,রোজা রাখছো কিন্তু তার ফল চলে যাচ্ছে যার গীবত করেছো তার কাছে। একজন বুদ্ধিমান ঈমানদার এমন আত্মবিনাশ করবে না।

৮.গীবতকারীর জন্য জাহান্নামের বিশেষ শাস্তি

হাদিসে এসেছে,

"জাহান্নামে এমন এক বিশেষ উপত্যকা রয়েছে,যেখানে গীবতকারীরদের মৃত দেহ পঁচে যাবে। আর তাদের জীহ্বা ও ঠোঁট দিয়ে আগুন বের হবে।

— (তাবরানী,মুসনাদুল কাবীর)

এটি প্রতীকী বর্ণনা যা গীবতের ভয়াবহতা প্রকাশ করে। যে জিহ্বা অন্যের ইজ্জত নষ্ট করেছে, সেই জিহ্বা দিয়েই সে আখিরাতে আগুন ভোগ করবে।

৯.গীবতকারীর জন্য আখিরাতে লজ্জা

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেছেন:

"যে ব্যক্তি মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ করে, আমি কিয়ামতের দিন তার গোপন বিষয় প্রকাশ করব।"

— (সহীহ বুখারী,কিতাবুল আদব)

অর্থাৎ যে দুনিয়ায় অন্যের সম্মান নষ্ট করেছে, আখিরাতে সে নিজেই মানুষের সামনে অপমানিত হবে। তার পাপ প্রকাশিত হবে এবং সে লজ্জায় নিঃশেষ হবে।

১০. আল্লাহর বিচার এবং ক্ষমার আশার দোরগোড়া

যদিও গীবতের শাস্তি ভয়াবহ,তবুও আল্লাহর রহমত অসীম।
যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাওবা করে, গীবতভুক্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চায়,এবং নিজের জিহ্বা সংযত রাখে—
আল্লাহ তা'য়ালা তার পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।”
— (সূরা আল-বাকারাহ,আয়াত ২২২)
তবে গীবতের তাওবা পূর্ণ হয় তখনই,যখন গীবতভুক্ত মানুষকে ক্ষমা করা হয় বা তার জন্য দোয়া করা হয়।

১১. গীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ও আমল

১◇দোয়া:

" اللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنْ لِسَانِي“

“হে আল্লাহ! আমাকে আমার জিহ্বার (অপব্যবহার) থেকে রক্ষা করুন।”

২◇কুরআনের আয়াত পাঠ:
সূরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াত নিয়মিত পাঠ ও চিন্তা করা।

৩◇চিন্তা করো:
“যদি এখনই আল্লাহ আমার মুখ বন্ধ করে দেন,তবে আমি কি বলবো?”

এসব চিন্তা গীবতের আগুন নেভাতে সাহায্য করবে।

১২. উপসংহার

গীবত এমন এক গোপন বিষ যা দুনিয়ায় সম্পর্ক নষ্ট করে,আর আখিরাতে আমল ধ্বংস করে দেয়।
জিহ্বা ছোট অঙ্গ কিন্তু, এর মাধ্যমে মানুষ জান্নাত হারাতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের শিখিয়েছেন—

“ভালো কথা বলো,তা না হলে চুপ থাকো।”
— (সহীহ বুখারি)

যে ব্যক্তি অন্যের পেছনে নয়, বরং আল্লাহর সামনে কথা বলে,সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুক্তির মুখ দেখবে।

শেষ কথা

“গীবতকারী সেই ব্যক্তি,যে দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা খায়,আর আখিরাতে নিজের সাওয়াব হারায়।”

সপ্তম অধ্যায়: গীবত থেকে তওবা ও পরিত্রানের পথ

(গীবতের ভয়াবহ পাপ থেকে মুক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপায়)

১. ভূমিকা

গীবত যত ভয়াবহ পাপই হোক না কেনো —
আল্লাহর রহমত তারচেয়েও বড়।
তিনি বারবার কুরআনে বলেছেন:

“হে আমার বান্দাগন,যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছো,তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না,নিশ্চয়ই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করবেন।
— (সূরা আজ-জুমার,আয়াত ৫৩)

অর্থাৎ গীবতকারী যদি সত্যিকারভাবে তওবা কর, আল্লাহ তা'য়ালা তার পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তাকে আগের চেয়েও পবিত্র বানিয়ে দিতে পারেন।

২. তওবার তিনটি শর্ত(গীবতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)

ইসলামি শরিয়তে যে কোনো পাপের তওবা কবুল হওয়ার তিনটি মূল শর্ত আছে—

১◇পাপ ত্যাগ করা(الإقلاع عن الزنب)
২◇পাপে অনুতপ্ত হওয়া(الندم على فعله)

৩◇পুনরায় না করার অঙ্গিকার করা(يعود العزم على أن لا)

কিন্তু গীবতের ক্ষেত্রে আছে অতিরিক্ত একটি শর্ত—
গীবতভুক্ত ব্যক্তির অধিকার ফেরত দেওয়া বা তার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

৩. গীবতের তাওবা কিভাবে করতে হবে

গীবতের তাওবা শুধু মুখে **"আসতাগফিরুল্লাহ"** বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
এটি একটি সচেতন আত্মিক প্রক্রিয়া। নিচে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হলো—

(১) নিজের গীবতের কথা স্মরণ করা

সত্যিকার তওবার প্রথম ধাপ হলো— **নিজের ভুলকে স্বীকার করা।**
তুমি কাদের গীবত করেছো,তাদের নাম মনে করো এবং নিজের ভেতরে বলো, **" আমি অন্যায় করেছি।"**

এটা না করলে তওবা কেবল আনুষ্ঠানিক হয়ে যায়।

(২) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

একান্ত নির্জনে সিজদায় পড়ে বলো—

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
"হে আল্লাহ!আমার প্রকাশ্য ও গোপন,অতীত ও বর্তমান সব পাপ ক্ষমা করুন।"

বিশেষভাবে নিজের জিহ্বার জন্য দোয়া করো:

اللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنْ شَرِّ لِسَانِي
"হে আল্লাহ! আমাকে আমার জিহ্বার অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন।"

(৩) গীবতভুক্ত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া

যদি সম্ভব হয়,সরাসরি গিয়ে ক্ষমা চাও।

বলো,

“ হে আমার ভাই/বোন,আমি এক সময় আপনার বিষয়ে এমন কিছু বলেছিলাম, যা বলা ঠিক ছিলো না। আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।”

যদি সরাসরি বলা তাকে আঘাত দিতে পারে,তবে **তার জন্য দোয়া করো,তার প্রশংসা করো এবং তার হক আদায় করো।**

ইমাম নওবী (রহঃ) বলেছেন,

“যদি কারো গীবত করা হয়ে থাকে এবং সে জানে না,
তবে তার জন্য দোয়া করা এবং তার সুনাম প্রচার করা —
সেটিই তওবার উত্তম পন্থা।”

(৪) গীবতের ক্ষতি পূরণ করা

যার মানহানি হয়েছে, তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করো।

যেমন:

- *আগে যদি বলে থাকো, “ সে ভালো মানুষ নয় ” — তবে এখন বলো, “ সে আসলে খুবই সৎ। ”*

- *আগে যদি বদনাম করে থাকো, তবে এখন তার সুনাম প্রচার করো।*

এভাবে আল্লাহর কাছে আশা করো,
যেনো তিনি সেই ক্ষতির ভার হালকা করে দেন।

(৫) গীবতের জায়গা ত্যাগ করা

যেখানে গীবত হয়—সেই পরিবেশ ছেড়ে দাও।যে বন্ধু বা দল গীবতে উৎসাহী,তাদের থেকে দূরে থাকো।

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“যে কোনো গোষ্ঠীতে বসে কেউ অন্যের গীবত করে,আর কেউ প্রতিবাদ না করে— সে-ও গীবতের অংশীদার।”
— (সহীহ বুখারী)

অতএব,চুপ থেকেও অংশীদার হওয়া যায়।
তাই সেই জায়গা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

🌿 ৪.গীবতের ক্ষতিপূরণের দোয়া

যদি সরাসরি ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়,তবে প্রতিদিন নামাজের পর বলো—

اللَّهُمَّاغْفِرْلِمَنِ اغْتَبْتُهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، وَأَزِلْ خَطَايَاهُ

“হে আল্লাহ! যাদের গীবত করেছি, তাদের ক্ষমা করুন,তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন,আর তাদের গুনাহ মুছে দিন।”

এভাবে তুমি তার জন্য দোয়া করলে,আল্লাহ তা'য়ালা তোমার তাওবাকে কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ।

🌿 ৫. গীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার সাতটি উপায়

১◇ নিজের ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকা

ইবনু সিরীন (রহঃ) বলেছেন,

“যে নিজের ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে, সে অন্যের দোষ দেখতে পায় না।”

২◇ জিহ্বা সংযমের অনুশীলন করা

প্রতিদিন কিছু সময় নীরব থাকা—

এটা আত্মশুদ্ধির একটি রিয়াজত।

৩◇ সৎ বন্ধু বেছে নেওয়া

যে বন্ধু গীবত পছন্দ করে না,সে তোমার ঈমানের রক্ষক।

৪◇গীবতের Majlis থেকে উঠে আসা

কুরআনের নির্দেশ:

"তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না,যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে।"
—(সূরা আন-নিসা,আয়াত ১৪০)

৫◇নিজের অবস্থান মনে রাখা

ভাবো— "আল্লাহ যদি আমার আমলনামা এখন খুলে ফেলেন?"

এই চিন্তাই গীবতের আগুন ঠান্ডা করবে।

৬◇ভালো কথায় রুপান্তর করা

গীবতের বদলে কারো প্রশংসা বা দোয়া করো।

৭◇ নিয়মিত আত্মসমালোচনা

রাতে ঘুমানোর আগে ভাবো— " আজ কারো বিষয়ে অন্যায় কথা বলেছি কি?"
এটি নফসকে সজাগ রাখবে।

🌿৬.গীবতের তওবা কবুলের নিদর্শন

তুমি বুঝবে যে তোমার তওবা কবুলের পথে আছে —

- *যখন অন্যের ত্রুটি নয়,নিজের ত্রুটি নিয়ে মন খারাপ হয়।*
- *কারো সম্মান নিয়ে কথা বলার আগ্রহ হারাও।*
- *হৃদয়ে প্রশান্তি ও নরমভাব অনুভব করো।*
- *আল্লাহর জিকিরে আনন্দ পাও।*

এই পরিবর্তনই আত্মিক আরোগ্যের চিহ্ন।

৭.আল্লাহর রহমতের দরজা

গীবতের মতো ভয়াবহ পাপ থেকে ও মুক্তি পাওয়া সম্ভব—
যদি তওবা সত্যিকারের হয়।

রাসূল ﷺ বলেন—

"যে তওবা করে, সে যেন কোনো পাপই করেনি।"
—(ইবনে মাজাহ,হাদিস ৪২৫০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা এমন করুণাময় যে,তুমি যদি অনুতপ্ত হও তিনি শুধু ক্ষমাই করেন না, বরং সেই তওবাকে তোমার সওয়াব হিসেবে লিখে দেন।

৮. উপসংহার

গীবত এক অদৃশ্য আগুন,
কিন্তু তওবা হলো সেই বৃষ্টি ধারা যা সব আগুন নিভিয়ে দেয়।
যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করে, সে জান্নাতের পথে চলে।
আর যে তওবা করে, তার জন্য আল্লাহ বলেন —

"তোমরা তওবা করো,যাতে তোমরা সফলকাম হও।"
— (সূরা আন-নূর,আয়াত ৩১)

শেষ কথা

“যে অন্যের গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করে,আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সম্মান রক্ষা করবেন।”
— (*তিরমিজি*)

📖 অষ্টম অধ্যায়: গীবতমুক্ত সমাজ গঠনের উপায়(ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজে গীবত দমন ও পুনর্জাগরণ)

🌿 ১. ভূমিকা

গীবত শুধু ব্যক্তিগত পাপ নয়— এটি **সমাজ ধ্বংসের এক নীরব আগুন।**
যেখানে গীবত প্রবল,সেখানে ভ্রাতৃত্ব দুর্বল হয়,বিশ্বাস নষ্ট হয় আর ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়।

অতএব, গীবতমুক্ত সমাজ গঠন কেবল নৈতিক কাজ নয়,বরং এটি ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

“ তোমরা সৎ কাজে একে অপরকে সাহায্য করো এবং অন্যায় ও পাপের কাজে সহযোগিতা করো না।”
— *(সূরা আল-মায়িদা,আয়াত ২)*

অর্থাৎ,সমাজের প্রতিটি স্তরে গীবত দমন করা হলো **সৎকাজে পারস্পরিক সহযোগিতা।**

🌿 ২. গীবত মুক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তা

গীবত মুক্ত সমাজে থাকবে —

- *পরস্পরের প্রতি আস্থা,*
- *শান্তি ও সম্মান,*
- *সত্য ও ন্যায়বিচার,*
- *ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধন।*

যেখানে গীবত নেই, সেখানে ভালোবাসা বাড়ে,আর যেখানে গীবত ছড়ায়,সেখানে সন্দেহ ও বিদ্বেষের জন্ম নেয়।

৩. ব্যক্তি পর্যায়ে গীবত দমন

(ক) আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করা

গীবতের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ হলো — **নিজের ভেতরের জাগরণ।**

প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করো:
" আজ আমার জিহ্বা দিয়ে কাকে আঘাত করেছি?"

নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

" যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে,সে ভালো কথা বলুক,না হয় নীরব থাকুক।"
— *(সহীহ বুখারী)*

এ হাদিস ব্যক্তিগত নীতিমালা হিসেবেই যথেষ্ট।

(খ) জিহ্বা সংযমের অনুশীলন

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় **"নীরবতা অনুশীলন"** করো।
এসময়ে কারো বিষয়ে কোনো সমালোচনা না করে,শুধু আল্লাহর জিকির ও আত্মবিশ্লেষণ করো।

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন,

" নীরবতা এমন এক ইবাদত,যা খুব কম মানুষই পালন করে।"

(গ) গীবতের Majlis থেকে বিরত থাকা

যেখানে গীবত চলছে,সেখানে বসে থাকলে তুমি পরোক্ষভাবে অংশীদার।
কুরআন বলে-

“তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না,যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে,যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয়।”
— (সূরা আন-নিসা,আয়াত ১৪০)

অতএব,চুপ থেকেও গীবতের গুনাহে অংশীদার হওয়া যায়—
তাই সেখান থেকে উঠে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

(ঘ) বিকল্প ইতিবাচক কথা বলা

যখন কারো সম্পর্কে খারাপ কিছু বলা হচ্ছে, তখন ইতিবাচক কিছু বলে কথার পরিবেশ বদলে দাও।যেমন:

“ হ্যাঁ,কিন্তু সে ভালো কাজও তো করেছে।”

এভাবে তুমি শুধু গীবত ঠেকাচ্ছো না,
বরং সওয়াবও অর্জন করছো।

(ঙ) নিজের ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করা

ইবনু সিরীন (রহঃ) বলেছেন,

“যে নিজের দোষ নিয়ে ব্যস্ত থাকে,সে অন্যের দোষ দেখার সময় পায় না।”

নিজেকে মূল্যায়ণ করা মানে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া।

🌿 ৪. পারিবারিক পর্যায়ে গীবত প্রতিরোধ

(ক) পরিবারের মাঝে ইসলামী শিক্ষা প্রচলন করা

প্রতিদিন বা সপ্তাহে একদিন পরিবারে ছোট ইসলামি আলোচনা আয়োজন করা যেতে পারে। বিষয়: “গীবত কী”, “কেনো ক্ষতিকর”, “কীভাবে রোধ করা যায়? ইত্যাদি।”

এভাবে সন্তানদের মাঝে সচেতনতা তৈরি হয়।

(খ) গীবতহীন পারিবারিক নীতি

পরিবারে একটি নীতি নির্ধারণ করো—

“আমরা কারও অনুপস্থিতিতে তার ত্রুটি আলোচনা করবো না।”

যদি কেউ ভুলবশত গীবত শুরু করে,অন্যরা তাকে বিনয়ের সাথে স্মরণ করে দেবে, “চলো,আমরা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি।”

(গ) সন্তানদের শিক্ষা দান

সন্তানদের ছোট বেলা থেকেই শেখাও—
“কারো দোষ বললে সেটা গীবত হয়, আর ভালো বললে সেটা সাওয়াব হয়।”

এই সহজ নৈতিক শিক্ষা তাদের ভবিষ্যতের জিহ্বাকে রক্ষা করবে।

(ঘ) পারিবারিক দোয়া ও নামাজের নিয়ত

পরিবারে একসঙ্গে দোয়া করো—

“হে আল্লাহ!আমাদের মুখকে অন্যের সম্মানহানি থেকে রক্ষা করুন।”

যতো বেশি দোয়া,ততো বেশি আত্মিক নিরাপত্তা।

৫. সমাজ পর্যায়ে গীবত দমন

(ক) ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াহ কর্মসূচি

মসজিদ,স্কুল, কলেজ ও সমাজেকেন্দ্রে **“গীবতের ক্ষতি ও পরিণতি”** বিষয়ে আলোচনা আয়োজন করা।
ইমাম,শিক্ষক ও আলেমরা সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিবেন—
গীবত শুধু পাপ নয়,এটি ঈমানের ক্ষয়।

(খ) সামাজিক মাধ্যমে নৈতিকতা প্রচার

আজকের যুগে গীবত সবচেয়ে দ্রুত ছড়ায় অনলাইনে। সুতরাং সমাজে **“ডিজিটাল নৈতিকতা”** শেখানো জরুরি।

☑ নীতি হতে পারে —

- *যাচাই ছাড়া কিছু শেয়ার নয়*
- *কারো ব্যক্তিগত বিষয় প্রচার নয়*
- *মন্তব্যে গীবত বা ব্যঙ্গ নয়*

এভাবে অনলাইন গীবত দমন সম্ভব।

(গ) ইসলামি সংগঠন ও কমিউনিটির ভূমিকা

স্থানীয় ইসলামি সংঠনগুলো **“গীবতমুক্ত সমাজ”** নামে প্রচারণা চালাতে পারে।

যেমন:

- *ব্যানার: “ অন্যের ইজ্জত রক্ষা করো,আল্লাহ তোমার ইজ্জত রক্ষা করবেন।”*
- *ছোট বই,লিফলেট,কর্মশালা ইত্যাদি।*

এগুলো সমাজে এক নতুন ভাবনা সৃষ্টি করে।

(ঘ) গীবত রোধে সামাজিক প্রতিক্রিয়া

যদি কেউ প্রকাশ্যে অন্যের গীবত করে,তাকে ঘৃণা নয়,বরং **স্মরণ করিয়ে দাও-**

"ভাই,আপনি যা বলেছেন,এটা গীবতের মধ্যে পড়ে।"

যেভাবে ধুমপান না করতে বলি,
সেভাবেই গীবত থেকেও মানুষকে বিরত রাখা আমাদের দায়িত্ব।

৬. নেতৃত্ব ও ইসলামী আদর্শ

একজন নেতা বা ইমাম যদি নিজে গীবত থেকে বিরত থাকেন,তবে সমাজ তাকে অনুসরণ করবে।
কারণ, মানুষ মুখের কথা নয়— **চরিত্রের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়।**

ইসলামী সমাজ গঠনের মূলনীতি:

"নিজে নেকি করো,অন্যকেও নেকির পথে ডাকো।"

৭. গীবত মুক্ত সমাজের লক্ষ্মণ

একটি সমাজ গীবত মুক্ত হচ্ছে,তা বোঝা যায় যখন—

- *মানুষ কারো অনুপস্থিতিতে ভালো কথা বলে।*
- *গীবত শুনে কেউ হাসে না,বরং চুপ থেকে যায়।*
- *ইমাম ও শিক্ষকরা চরিত্র শিক্ষা দেন।*
- *সামাজিক মাধ্যমে সম্মানজনক আচরণ দেখা যায়।*
- *পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসা বাড়ে।*

এই সমাজই প্রকৃত অর্থে **"উম্মত-এ- মুহাম্মাদী(সাঃ)" —**

যেখানে মানুষ একে অপরের হক রক্ষা করে।

৮. গীবত মুক্ত সমাজ গঠনের দোয়া

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَحْفَظُوْنَ أَلْسِنَتَهُمْ، وَ يُطَهِّرُوْنَ قُلُوْبَهُمْ، وَ يُصْلِحُوْنَ مَجْتَمَعَهُمْ

"হে আল্লাহ!আমাদের এমন বানাও,যারা জিহ্বা সংযত রাখে,হৃদয় পবিত্র রাখে এবং নিজেদের সমাজকে সংশোধন করে।"

৯. উপসংহার

গীবত মুক্ত সমাজ মানে শুধু নীরব সমাজ নয় বরং **সচেতন,নৈতিক ও পরস্পরকে ভালোবাসার সমাজ।**
যে সমাজে কেউ কারো পেছনে নয়,বরং একে অপরের পাশে থাকে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

"তোমরা একে অপরের ভাই,তোমরা ভাইদের মধ্যে মিমাংসা করে নাও।"
— *(সূরা হুজরাত,আয়াত ১০)*

অতএব,গীবত মুক্ত সমাজ গঠন মানে হলো **ভ্রাতৃত্ব পুনরুদ্ধার।**

শেষ বার্তা

"যে অন্যের সম্মান রক্ষা করে,
আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখ আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"
— (*তিরমিজি)*

📖 নবম অধ্যায়: গীবতের বিকল্প ও উত্তম ব্যবহার(জিহ্বার সৎ ব্যবহার এবং ইতিবাচক কথার মাধ্যমে নৈতিক উন্নয়ন)

🌿 ১. ভূমিকা

গীবত একটি নৈতিক ব্যর্থতা,কিন্তু জিহ্বা এমন একটি শক্তিশালী অঙ্গ যা **ভালো কাজে** ব্যবহার করলে সাওয়াব বাড়ায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"যে মানুষ তার জিহ্বা সংযত রাখে,সে জান্নাতের সুরক্ষা পায়।"
— (সহীহ বুখারী)

অতএব,আমাদের লক্ষ্য হলো— **গীবত করা নয়,বরং জিহ্বার সৎ ও ইতিবাচক ব্যবহার করা।**

🌿 ২. জিহ্বার সৎ ব্যবহারের মূলনীতি

(ক) প্রশংসা ও উৎসাহ

কারও ভাল কাজের প্রশংসা করো। যেমন:

"তুমি সত্যিই খুব সাহায্য করেছো।"

প্রশংসা মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং মন খোলার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(খ) উপদেশ ও পরামর্শ

গীবত বা সমালোচনার পরিবর্তে উপদেশ বা পরামর্শ দাও।যেমন:

“আমার মনে হয়, তুমি এভাবে করলে আরো ভালো হতো।”

উপদেশ দেওয়ার সময় ভদ্রতা ও সদয় স্বভাব বজায় রাখা জরুরি।

(গ) দোয়া করা

যারা অনুপস্থিত তাদের জন্য দোয়া করা — সবচেয়ে উত্তম বিকল্প। যেমন:
“ হে আল্লাহ!তাকে হেদায়েত দাও এবং তার হৃদয় শুদ্ধ করো।”

দোয়া গীবতের ক্ষতিপূরণ করে এবং আত্মাকে প্রশান্তি দেয়।

(ঘ) শিক্ষামূলক গল্প ও উদাহরণ বলা

- *গল্প বা কাহিনি দিয়ে শিক্ষামূলক বার্তা দাও।*
- *কারো ত্রুটি নিয়ে সরাসরি আলোচনা না করে,সাধারণ উদাহরণ ব্যবহার করো।*

এভাবে শিক্ষার সঙ্গে মন ভালো রাখা সম্ভব।

🌿 ৩. সামাজিক যোগাযোগে উত্তম ব্যবহার

(ক) সামাজিক মিডিয়ায় ইতিবাচকতা

- *অনলাইনে কারো সম্পর্কে অপবাদ না দেওয়া।*
- *ইতিবাচক মন্তব্য করা বা অনুপ্রেরণামূলক তথ্য শেয়ার করা।*

(খ) বন্ধু ও সহকর্মীদের উৎসাহ দেওয়া

- *বন্ধু বা সহকর্মীর ভালো কাজ নিয়ে আলোচনা করা।*

- *দল বা কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা।*

(গ) কথোপকথনে সমাধানমূলক মনোভাব

- *যেকোনো দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধে গীবত না করে সমাধান ও পরামর্শ দেওয়া।*

৪. দৈনন্দিন জীবনে জিহ্বার সৎ ব্যবহার

- ***নেতিবাচক কথা বন্ধ করা —*** *নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ।*
- ***কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা —*** *"ধন্যবাদ", "আলহামদুল্লিল্লাহ" ইত্যাদি ব্যবহার।*
- ***ভালো স্মৃতি বা গল্প শেয়ার করা —*** *আনন্দ ও ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেওয়া।*
- ***উপদেশ দান করা —*** *বিনয়ের সঙ্গে অন্যের উন্নতির জন্য পরামর্শ দেওয়া।*
- ***দোয়া ও প্রশংসা করা —*** *যারা অনুপস্থিত তাদের জন্য সদয় মনোভাব বজায় রাখা।*

এই পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করলে,প্রতিটি কথাই সওয়াব হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. জিহ্বার সৎ ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক

- *মানুষের প্রতি সদয় ভাষা সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক।*
- *গীবত না করা এবং ইতিবাচক কথা বলা ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে।*
- *পরিবার,বন্ধু, সহকর্মী ও সমাজে শান্তি ও সম্মান বজায় থাকে।*

রাসূল ﷺ বলেছেন —

"যে ব্যক্তি অন্যের জন্য ভালো কথা বলে,সে যেনো সওয়াব অর্জন করেছে।"
— (তিরমিজি)

৬. গীবতের বদলে প্রতিদিনের কার্যকর ব্যবহার

গীবত	বিকল্প ব্যবহার
কারও ত্রুটি নিয়ে কথা বলা	দোয়া করা বা উপদেশ দেওয়া
কারও সমালোচনা	প্রশংসা করা বা ইতিবাচক মন্তব্য করা
গোপন অবজ্ঞা প্রকাশ	শিক্ষামূলক গল্প শুনানো
ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ	উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দেওয়া
সামাজিক চ্যাটে অপবাদ	অনুপ্রেরণামূলক তথ্য শেয়ার করা

৭. সাফল্যের নিদর্শন

জিহ্বার সৎ ব্যবহারের সুফল হলো—

- ☑ *আত্মার প্রশান্তি ও মনোবল বৃদ্ধি*
- ☑ *সম্পর্কের দৃঢ়তা ও বিশ্বাস*
- ☑ *সমাজে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি*
- ☑ *আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নেকি অর্জন।*

৮.উপসংহার

গীবতের বিকল্প ব্যবহার মানে শুদ্ধ ও নৈতিক জীবনেরর প্রতীক।
যে ব্যক্তি গীবত না করে,কিন্তু সদয় ও ইতিবাচক কথা বলে,
সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

“সৎকর্মের প্রতিশ্রুতি যারা রাখে,তাদের জন্য উত্তম জীবন এবং পুরস্কার রয়েছে।”

— *(সূরা আন-নাহল,আয়াত ৯৭)*

📜 **শেষ বার্তা**

"জিহ্বা সংযমে রাখো,অন্যকে দোয়া দাও,প্রশংসা করো,এবং ইতিবাচক কথার মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করো।"

📖 দশম অধ্যায়: গীবত থেকে মুক্তি ও শাস্তি সম্পর্কিত শিক্ষা (সতর্কতা,পরিণতি ও নৈতিক শিক্ষার সমাপ্তি)

🌿 ১. ভূমিকা

গীবত শুধু সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে না বরং এটি ব্যক্তির ঈমান ও নেকি ক্ষয় করে।
রাসূল ﷺ বলেছেন —

" যে ব্যক্তি অন্যের অনুপস্থিতে তার ত্রুটি নিয়ে কথা বলে,সে যেন মরুভূমিতে নিজেতে হত্যা করছে।"
— *(সহীম মুসলিম)*

এতএব গীবত থেকে মুক্তি পাওয়াই হলো **নৈতিক ও আত্মিক মুক্তির প্রথম ধাপ।**

🌿 ২. গীবতের শাস্তি ও পরিণতি

(ক) দুনিয়ার ক্ষতি

- *গীবত মানুষকে বন্ধুত্ব ও আস্থা হারাতে দেয়।*
- *সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়,বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।*

(খ) পরকালের শাস্তি

- *কুরআন ও হাদিসে গীবতের গুরুতর শাস্তির বর্ণনা আছে।*

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

“যে তোমার ভাইদের গীবত করবে,সে তোমাদের মৃতদের খেয়ে ফেলার সমান।”
—(সূরা হুজরাত,আয়াত ১২)

- *এটি নির্দেশ করে যে,গীবত কেবল নৈতিক নয়,বরং আত্মিক অপরাধও।*

(গ) আত্মার কলঙ্ক

- *গীবত আত্মাকে অম্লানিত করে।*
- *নেকি ও ইবাদতে মনোযোগ কমে যায়।*
- *এটি আত্মার অশুদ্ধি ও ঈমান দুর্বলতার কারণ।*

🌿 ৩. গীবত থেকে মুক্তির উপায়

(ক) আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি

- *প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করো:*

“আমি আজ কারো সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছি কি?”

- *স্বীকৃতি ও অনুশোচনা মুক্তির প্রথম ধাপ।*

(খ) ক্ষমা ও দোয়া

- *যারা গীবতের স্বীকার হয়েছেন,তাদের জন্য দোয়া করো।যেমন:*

“হে আল্লাহ! তাকে হেদায়ত দাও এবং আমাকে তার ত্রুটি নিয়ে মন্তব্য করা থেকে রক্ষা করো।”

(গ) সদ্ব্যবহার ও ইতিবাচক কথা

- *প্রশংসা,উৎসাহ,উপদেশ ও শিক্ষামূলক গল্প ব্যবহার করো।*
- *এটি জিহ্বাকে প্রশান্ত ও নৈতিক রাখে।*

(ঘ) শিক্ষা ও সচেতনতা

- *পরিবার ও সমাজে নিয়মিত আলোচনা ও দাওয়া কর্মসূচির আয়োজন।*
- *শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গীবতের ক্ষতি বোঝে এবং সতর্ক থাকে।*

৪. গীবতের বিরুদ্ধে সচেতন সমাজ গঠন

- *পরিবারে গীবত রোধের নিয়ম প্রবর্তন।*
- *বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের মাঝে ইতিবাচক কথার প্রচার।*
- *সামাজিক ও অনলাইন প্লাটফর্মে সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করা।*
- *নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদাহরণ প্রদর্শন।*

এই ধাপগুলো অনুসরণ করলে সমাজে গীবত কমে এবং নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়।

৫. কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

"তোমরা একে অপরের গোপন ত্রুটি প্রকাশ করো না,নিকটতম বন্ধুত্ব ও সততার সাথে চলো।"
— (সূরা আল-হুজরাত, আয়াত ১২)

রাসূল ﷺ বলেছেন —

“যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি বলে,সে যেন নিজের আত্মাকে আগুনে নিক্ষেপ করছে।”
— (সহীহ বুখারি)

এটি নির্দেশ করে — গীবত থেকে বিরত থাকা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয় বরং ঈমানের অঙ্গ ও পরকালের নিরাপত্তার প্রশ্ন।

৬. উপসংহার ও সারসংক্ষেপ

- ***গীবত কী :*** *কারও অনুপস্থিতিতে তার ত্রুটি আলোচনা।*
- ***ক্ষতি :*** *আত্মিক,সামাজিক ও পরকালের শাস্তি।*
- ***বিকল্প :*** *প্রশংসা,উপদেশ,দোয়া ও ইতিবাচক কথাবার্তা।*
- ***সমাজে প্রয়োগ :*** *পরিবার,বন্ধু,সহকর্মী, অনলাইন ও কমিউনিটিতে সতর্কতা।*
- ***শেষ বার্তা :*** *নিজেকে শুদ্ধ রাখা এবং অন্যকে সম্মান দেওয়াই প্রকৃত নৈতিকতা।*

৭. চূড়ান্ত বার্তা

“যে ব্যক্তি অন্যের সম্মান রক্ষা করে,
আল্লাহ তা'য়ালা তার মুখ আগুন থেকে রক্ষা করবেন।
যে ব্যক্তি গীবত থেকে বিরত থাকে,
সে জান্নাতে আল্লাহর কাছে মর্যাদা পাবে ইনশা'আল্লাহ।”

সমাপ্তি

এই বইটি গীবত সম্পর্কে জ্ঞাতি,সতর্কতা,বিকল্প ও সমাজ গঠনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে গীবত থেকে বিরত রাখুন এবং আমাদের জিহ্বাকে সৎ পথে পরিচালত করুন।(আমিন)